দৈনিক সংবাদ

30

তারিখ ... ... OCT 03 1998
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৫

ঢাঃ বিঃ ভিসির প্রস্তাব

অভিভাবকের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণ করা উচিত

॥ কৈলাস সরকার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের যেসব ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত আসে তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ উচ্চবিত্ত, ১০ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং ১৫ ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। তিনি অভিভাবকের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩ ধরনের (শ্রেণীভিত্তিক) বেতন ধার্য করার প্রস্তাব করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আহূত ১৩ই অক্টোবরের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট কর্মসূচির সমালোচনা করে বলেন, উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। তিনি বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমানে কোন সন্ত্রাসী নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ৬৫ সন্ত্রাসীর তালিকা জমা দেয়ার খবরও সত্যি নয়। তবে বহিরাগতসহ কিছু নাম পুলিশের কাছে দেয়া হয়েছে।

বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের চলমান আন্দোলন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বর্তমান বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে 'সংবাদ'-এর সাথে দেয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে গত বৃহস্পতিবার তিনি একথা বলেন।

আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩ ধরনের বেতন ব্যবস্থা চালুর বিষয়টিকে তিনি 'সংবাদ'-এর মাধ্যমে প্রস্তাব হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবের বিস্তারিত বিশ্লেষণে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শতকরা ১৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের নিজেদের পক্ষে পড়ালেখার খরচ চালানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে অবৈতনিক পড়ালেখার সুযোগসহ আর্থিক সহযোগিতা করা উচিত। শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রছাত্রী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের ক্ষেত্রে আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি বেতন ধার্য করা উচিত। আর বাকি শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। এর মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারি চাকরি-জীবী, রাজনৈতিক নেতাসহ প্রভাবশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিবর্গের সন্তানরা রয়েছে। তাদের উচিত অতিরিক্ত বেতন-ফি প্রদান করা। তারা ইচ্ছে করলে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান-অনুদানও করতে পারেন।

উপাচার্য বলেন, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর পেছনে সরকারের ৩০/৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে বছরে। কিন্তু এই সুযোগ ধনী-দরিদ্র সকলের ভোগ করার অধিকার নেই। এ কারণেই পারিবারিক আয়ের সাথে সঙ্গতি-পূর্ণ বেতন ব্যবস্থা চালু করা উচিত।

উপাচার্য বলেন, আমাদের দেশে 'ইনকাম সার্টিফিকেট' সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না। ফলে কে প্রকৃত ধনী বা দরিদ্র তা যাচাই করা সমস্যা। এ জন্য একটি কৌশল বা নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের সইসংবলিত একটি 'ইনকাম সার্টিফিকেট' পেশ করতে হবে। অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকবে উল্লিখিত 'ইনকাম সার্টিফিকেট' কখনো মিথ্যা প্রমাণিত হলে ওই ছাত্র বা ছাত্রীর ভর্তি এবং ডিগ্রি বাতিল করা হবে। উপাচার্য বলেন, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকার যে পরিমাণ ব্যয় করে আগামী ১শ' বছরেও আমাদের দেশে তা সম্ভব হবে না। তারপরও আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতি-যোগিতায় টিকে থাকতে হলে সকলের অংশীদারিত্ব থাকা উচিত। তিনি বলেন, তেলা মাথায় তেল না দিয়ে যাদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তাদের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আগামী ১৩ই অক্টোবর দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য। এ ব্যাপারে উপাচার্য বলেন, ঘটনা জাহাঙ্গীরনগরের, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকার কোন নৈতিক অধিকার কারো নেই। এটি কোন রাষ্ট্রীয় ঘটনা নয়। তাই এ ধর্মঘট কর্মসূচিকে তিনি উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর সাথে তুলনা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস সম্পর্কে অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, আমি একজন শিক্ষক। বিশ্বের কোন্ লাইব্রেরিতে কোন্ বই রয়েছে আমার কাজ সেই খবর রাখা। দর্শন, বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের অন্যান্য শাখা নিয়ে কাজ করা আমার দায়িত্ব। কোথায় বহিরাগত, কোথায় অস্ত্র, এ অস্ত্র কোথা হতে আসে, কোথায় যায় সে খবর রাখার দায়িত্ব আমার নয়।

উপাচার্য বলেন, ৬৫ জন সন্ত্রাসীর তালিকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেয়া হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট হচ্ছে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কোন তালিকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেয়া হয়নি। কিছু বহিরাগত ও অছাত্রের নাম পুলিশের কাছে দেয়া হয়েছে। এর সংখ্যা ৬৫ নয়। ক্যাম্পাসে কোন সন্ত্রাসী নেই, তালিকাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, হল কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

উপাচার্য বলেন, দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন শান্ত। তাই এ পরিবেশকে অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে।

উপাচার্য বলেন, ক্যাম্পাসে এখন ঝটিকা অভিযান চালানো হবে। বহিরাগত বা সন্ত্রাসীদের আগমন ঘটলে প্রয়োজনে আমি একাই সেখানে গিয়ে হাজির হবো। তিনি বলেন, দু'একজন বহিরাগত রয়েছে ক্যাম্পাসে। তবে পুলিশের বিভিন্ন প্রতি-বন্ধকতার কারণে তারা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে না। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে অদক্ষতা এবং জনবল। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুলিশ সব সময় খুব ব্যস্ত থাকছে। তিনি বলেন, তারপরও গত বুধবার আমি পুলিশকে সমালোচনা করে বলেছি, তারা সময়মতো আসে না। এছাড়া উপাচার্য বলেন, রাত ২টায় তার কোন ছাত্রছাত্রী ঘোরাফেরা করতে পারবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদিও প্রাইমারি স্কুল নয়, তবুও আড্ডা এবং পড়ালেখায় অনাগ্রহ সহ্য করা হবে না। ক্যাম্পাস এলাকায় কোন অবৈধ দোকান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না। তিনি জানান, টিএসসির মোড়ে অবৈধভাবে অবস্থিত ডাস উঠিয়ে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলাপ হয়েছে।